দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখ ... 07 DE 1998 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

25

...জাতির জন্য শিক্ষার ভিত্তি মজবুত করতে হবে
মোঃ শহীদ উল্লাহ

জাতীয় উন্নতির জন্য শিক্ষার ভিত্তি মজবুত করতে হবে

মোঃ শহীদ উল্লাহ

জাতির জীবনের মেরুদণ্ড হলো মনুষ্যত্ব ও জ্ঞান। যে কোন জাতীকে উন্নতি আর উৎকর্ষতার শিখরে আরোহণ করতে হলে প্রকৃত শিক্ষিত হতে হবে এবং প্রত্যেক মানুষকে নিয়েই ভাবতে হবে। কেননা ব্যক্তি নিয়ে সমাজ আর সমাজ নিয়েই জাতি। সমাজের প্রতিটি মানুষ যদি উদার, উন্নত হৃদয়, প্রেম ভাবাপন্ন, সত্য ও ন্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধাবান এবং অন্যায় ও মিথ্যার প্রতি বিতৃষ্ণ না হয়ে ওঠে তাহলে কোন জাতি উন্নত হতে পারে না। প্রতিটি মানুষ উন্নত চরিত্রের অধিকারী না হলে একটা জাতি বড় হতে পারে না। চারিত্রি মাধুর্য্য মানুষকে মহান এবং জাতিকে উন্নত করে। আমরা যদি স্কুলে ভর্তি হয়ে আসি-যাই আর প্রতিবছর ক্লাস অতিক্রম করি কিছু না শিখে বা ঠিকভাবে অক্ষর জ্ঞান না নিয়েই, সে শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড হতে পারে না বরং এ কারণে জাতি একদিন গভীর সমুদ্রে নিমজ্জিত হতে বাধ্য হবে।

প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাস থেকেই এ উপমহাদেশের শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। মক্তব মসজিদ এবং মন্দিরের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক আমলের আগেই প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়েছিল কিন্তু তার কোন আকৃতিগত ভিত্তি ছিল না। অবশ্য শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং জাতিকে আধুনিক বিশ্বে তাল মিলিয়ে চলার জন্য সরকার যথেষ্ট পদক্ষেপ নিয়েছে। প্রাথমিক স্তরে সরকারের সে সকল পদক্ষেপগুলো নিম্নরূপ ঃ

১। শিক্ষার উপর সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে।
২। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা।
৩। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী বাস্তবায়ন।
৪। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বই ও শিক্ষার উপকরণ বিতরণ।
৫। ৬ষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর মেয়েদের উপবৃত্তি প্রদান।
৬। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট গঠন।
৭। গুণগত ও পরিমাণগত মানের সমন্বয় সাধন।
৮। শিক্ষাক্রমের পরিবর্তন।
৯। শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ঃ (ক) পিটিআই ভিত্তিক নিয়মিত এবং দূরশিক্ষণের মাধ্যমে সিইনএড প্রশিক্ষণ।
(খ) চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ।
১০। জাতীয় ও প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী প্রতিষ্ঠা। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী মূলত প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।
১১। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতি শ্রেণীর প্রতি বিষয়ের জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে 'শিক্ষক সংস্করণ' নামে পুস্তিকা প্রণয়ন করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষককে বিনামূল্যে দিয়েছে। কতজন শিক্ষক সে সকল পুস্তিকার আলোকে ছাত্রদের শিক্ষা দিচ্ছেন?

তাছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অন্ততঃ ২০% ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য শিক্ষকদের নির্দেশ দিয়েছেন। তাদের মধ্যে যারা পাস নম্বর না পাবে সে জন্য শিক্ষকদের কৈফিয়ত দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। উপবৃত্তির ক্ষেত্রে অন্তত ৪৫% নম্বর এবং ৭৫% উপস্থিতি না থাকলে উপবৃত্তি দেয়া হবে না।

সরকারের এই সকল পদক্ষেপ সত্যিই অত্যন্ত প্রশংসনীয়। কিন্তু এই পদক্ষেপগুলোর আলোকে নির্দেশ মত কাজ হচ্ছে কি? যে দেশে নুন আনতে পানতা ফুরিয়ে যায়, সে দেশে সরকারের নির্দেশে মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হতে পারে না। কারণ একটা জাতিকে মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা উপহার দিতে হলে প্রথমেই মানুষের প্রথম চারটি মৌলিক অধিকার খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসার দাবী পূরণ করা সরকারের প্রধান দায়িত্ব। আমাদের দেশে ঐ চারটি মৌলিক অধিকার পূরণ করতে সরকার এখনও সক্ষম হয়নি। ফলে মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা উপহার দেয়া সরকারের একার পক্ষে ক ঠিন কাজ। তাই দলমত নির্বিশেষে দেশের সকল ছাত্র, শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও স ল সচেতন মানুষকে উদার মন নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে এবং নীচের দিকে তাকাতে হবে। যারা সচেতন নয় তাদেরকে সচেতন করার জন্য সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। আমাদের দেশে পাসের হার বাড়ছে সত্য কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান অর্জন হচ্ছে না। নকল প্রবণতা শিক্ষা ক্ষেত্রে এক বড় ব্যধি এ কথাটি সত্য কিন্তু তার চেয়ে বড় ব্যধি ভিত্তি ছাড়া শিক্ষা। শিক্ষার ভিত্তি গঠনের পর যদি নকল করেও পাস করত তাহলেও দেশের বা পরবর্তী প্রজন্মের বিরাট কোন ক্ষতি হত না। তার মানে এই নয় যে আমি নকলের পক্ষে কথা বলছি। এখনকার ছাত্র-ছাত্রীরা বলা যায় প্রকৃত অক্ষর জ্ঞান না নিয়েই লিফটে টিপে উপরে উঠার মত প্রাথমিক শিক্ষা পার হয়ে মাধ্যমিকে পদার্পণ করে।

ফলে এ অবস্থায় তাদের দিয়ে মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা উপহার দেয়া আশাহত করবে; যতক্ষণ তারা শিক্ষার ভিত্তি মজবুত করে না আসবে।

শিক্ষার ভিত্তি কিন্তু অট্টালিকার ভিত্তির মত নয় যে, আগে থেকেই কততলা করতে হবে তা চিন্তা করে নিতে হবে। শিক্ষার ভিত্তি সকল সাহিত্যিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এমনকি প্রাথমিক পাস সকলের একই উপাদান দিয়ে তৈরী। এই ভিত্তির মাধ্যমেই যার যার মেধা অনুসারে, চিন্তা ভাবনা অনুসারে উপরে উঠা সম্ভব। সকল সচেতন অভিভাবক চান তাদের সন্তানদের একটা ভাল স্কুলে ভর্তি করতে। ভর্তির জন্য খুবই প্রতিযোগিতা হয় এটা আমরা খবরের কাগজে দেখে থাকি। ঐ সকল বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়ের আসন সংখ্যা সীমিত বিধায় আসন পূরণ হয়ে গেলে আর ঐ সকল স্কুল-কলেজে ভর্তি করানো সম্ভব হয় না। শুধু এ অবস্থার উপর নির্ভর করে বললে চলবে না যে, আমাদের দেশের ছাত্রদের ইচ্ছা ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ভাল স্কুল-কলেজে ভর্তি হতে পারছে না। হিসেব করলে দেখতে পাবেন তারা মোট ছাত্র-ছাত্রীর ১০%-এর চেয়ে কম (এখানে তারা বলতে ভিত্তি মজবুত করে আসা সকল ছাত্র-ছাত্রী)। আর বাকী ৯০%-এর বেশী ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষার ভিত্তি মজবুত না করেই বছরের পর বছর ক্লাস অতিক্রম করছে। ভিত্তি মজবুত করে আসা ১০%-এর কম ছাত্র-ছাত্রী দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনার সাহায্যার্থে কেরানিকুল্ল বা কিছু অকিঞ্চিতকর কর্মকর্তা সৃষ্টি করা যায় বটে কিন্তু উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলানো সম্ভব নয়। সত্যতা যাচাইয়ের জন্য পল্লীর স্কুলগুলোতে জরিপ চালিয়ে দেখুন। কোন কাজ করতে হলে ধারাবাহিকভাবে রুটিন মাফিক এগুতে হয়। অট্টালিকা কততলা বিশিষ্ট হবে তা নির্ভর করে, অট্টালিকার ভিত্তির উপর। যেমন তিনতলা বিশিষ্ট অট্টালিকা করতে হলে নিয়ম অনুসারে সেই পরিমাণে ইট, বালু, সিমেন্ট, রড দিয়ে প্রথমেই ভিত্তি তৈরী করে নিতে হবে। আর ভিত্তি তৈরী করার পরই অট্টালিকাটি তিনতলা হয়ে যাবে না। প্রথমে একতলা, তার পর দু'তলা, তারপর তিনতলা করতে হবে। এভাবে তিনতলার পর আর উঠানো যাবে না। যেহেতু ভিত্তিটি তিনতলা বিশিষ্ট ছিল। দেশের শ্রেষ্ঠ ধনী হলেও এই ভিত্তি দিয়ে চতুর্থ তলা উঠানোর চিন্তা করা যাবে না। উঠাতে হলে নতুন করে ভিত্তি দিয়ে উঠাতে হবে তাও নির্দিষ্ট তলার চিন্তা করে নিতে হবে। অথচ শিক্ষার ভিত্তি অট্টালিকার ভিত্তির মত কঠিন নয় যে আগে থেকেই কততলা করবে চিন্তা করে নিতে হবে। একজন দার্শনিক আর একজন ভিত্তি গঠন করে আসা প্রাথমিক পাস ছাত্রের পার্থক্য শুধু সময়ের। অবশ্য একটি কথা স্বীকার করতে হয় যে, সবার মেধা এক নয়। ভিত্তি নিয়ে, আসা প্রাথমিক পাস করে বসে থাকা ছাত্রটির যদি প্রখর মেধা থাকে তার ইচ্ছা থাকলে নিঃসন্দেহে দার্শনিক হতে পারবে কিন্তু অট্টালিকার বেলায় নির্দিষ্ট তলার চিন্তা করে নিতেই হবে।

অথচ যারা ইমারত তৈরীর কারিগর হবেন তাদের ব্যাপারে আমরা এখনও উদাসীন। কোন অবস্থাতেই যেন একজন শিশু ঠিকভাবে অক্ষর জ্ঞান না নিয়ে শিশু শ্রেণী থেকে প্রথম শ্রেণীতে না উঠে এবং প্রথম শ্রেণীতেই যেন যুক্তবর্ণ বানান ও রিডিং পড়া শিখে তারপর দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠে। আর এভাবে যদি একজন ছাত্র বা ছাত্রী তৃতীয় শ্রেণীতে উঠে, নিঃসন্দেহে সে আর কখনো নষ্ট হবে না। আমাদের দেশের আয়তন, লোকসংখ্যা, ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা, শিক্ষক সংখ্যা, বিদ্যালয়ের সংখ্যা আনুপাতিক হিসেব করলে যোগফল শূন্য হয়ে যায়। প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা শেষ না করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হলে ভিত্তি নিয়ে উপরে উঠা যায় না। কারণ একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পেছনে গড়ে আটচল্লিশজন ছাত্র-ছাত্রী পড়ে। যে অবস্থায় বিদ্যালয়ে, কাউকে অক্ষর জ্ঞান দেয়া সম্ভব নয়, ভিত্তি দেয়াতো দূরের কথা। আর সেই সময়টাই শিক্ষার ভিত্তি দেয়ার উপযুক্ত সময়। আরএ সময়ে একজন ছাত্র-ছাত্রী ভিত্তি না পাওয়ার কারণে পরবর্তী সময়ে তাকে অন্ধের মত জীবন কাটাতে হয়। সচেতন অভিভাবকগণ তাদের সন্তানদেরকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির আগেই প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা দিয়ে থাকেন। ফলে তাদের সন্তানরা শিক্ষার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। বিশ্ববিজয়ী গ্রীক আলেকজান্ডার বলেছেন, মানব জীবনের সবচেয়ে বড় শিক্ষাকেন্দ্র হচ্ছে পরিবার এবং সবচেয়ে বড় শিক্ষক হচ্ছে পিতা-মাতা। আসলে এ কথাটি পুরোপুরি সত্য। কারণ তারা তাদের সন্তানদের শিক্ষার ভিত্তি গঠনের জন্য কি ধরনের এবং কখন কতটুকু উপকরণ দরকার তার দিকে লক্ষ রাখেন। আর এ কারণে দেখা যায় পল্লীর চেয়ে শহরের ছেলে মেয়েরা তাদের মেধা কাজে লাগিয়ে অধিক প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আমরা বিশেষ কিছু স্কুলকে ভাল বলে থাকি আসলে একথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। কারণ এ স্কুলে যারা পড়ে তারা ভাল। আর এ ভালটা তাদের স্কুলের শিক্ষকরা করেন না। করেন তাদের অভিভাবক। ঐ সকল স্কুলে ভর্তি হবার যোগ্যতা না থাকলে ঐ বিশেষ স্কুলগুলোতে ভর্তি হওয়া যায় না। কতটুকু এবং কিভাবে টিচিং দিলে তাদেরকে ঐ বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো যায় তা একজন অভিভাবক জেনে ঐভাবে টিচিং দিয়ে ভর্তি হবার যোগ্যতাসম্পন্ন করে তারপর ঐ স্কুলে ভর্তি করানোর চেষ্টা করেন। স্কুল তাকে ঐ পর্যন্ত পৌঁছায় না। আমাদের পল্লী সমাজের অধিকাংশ অভিভাবক তা জানেন না। শিক্ষার মর্যাদা বা ঐ যোগ্যতা দিয় স্কুলে ভর্তি করানোর যোগ্যতাও তাদের নেই। ফলে তাদের সন্তানরা মেধা কাজে লাগিয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আমাদের সমাজে অনেক মেধাবী ছাত্র আছে যারা তাদের মেধা কাজে লাগিয়ে দেশকে কিছু দিতে পারত কিন্তু সঠিক সময় কারো সহযোগিতা না পাওয়ার কারণে তাদের মেধা কাজে লাগাতে পারে না। কোন শ্রেণীর জন্য কি ধরনের পাঠ্যপুস্তক প্রদান করা দরকার, সরকার বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে সে রকম পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করে। ক্লাস ডিঙ্গিয়ে আসার ফলে সে সকল পাঠ্যপুস্তক দেখলে ঐ সকল ছাত্র-ছাত্রীর আর পড়ার টেবিলে মন বসে না। কারণ তারা সে সকল বই পড়ার যোগ্যতা না নিয়েই প্রতিবছর ক্লাস অতিক্রম করে উপরে উঠছে। তাই আসুন খোলামন নিয়ে কেন্দ্রবিন্দু থেকে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে এদেশের শিক্ষার মান উন্নয়নে প্রগতিশীল অবদান রাখি, যা শিক্ষার ক্ষেত্রে বিপ্লব হয়ে থাকবে। যার ফলে আমাদের পরবর্তী জেনারেশন আধুনিক বিশ্বের এমন এক শীর্ষ স্থানীয় দেশে বাস করবে যার কথা সারা বিশ্ব একদিন সম্মানের সাথে স্মরণ করতে বাধ্য হবে। একজন শাসক তার সুকৌশল নেতৃত্বের মাধ্যমে দেশকে উন্নতির শীর্ষে পৌঁছান, তেমনি আমরা যারা সচেতন সবাই যদি অসচেতন অভিভাবকদেরকে এবং তাদের সন্তানদেরকে প্রকৃত শিক্ষিত করে তোলার একান্ত ইচ্ছা এমন মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসি, তাহলে নিঃসন্দেহে শিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে।